গাংনীতে অধিক মুল্যে মাংস বিক্রয়, দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

সরকার নির্ধারিত মুল্য না মেনে বেশি দামে গরুর মাংস বিক্রির অপরাধে মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে দুই মাংস ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। সোমবার (১১ ডিসেম্বর) সকাল ১১টার দিকে গাংনী উপজেলার কাথুলী মোড় ও বড় বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

অভিযানের প্রথমে গাংনী পৌর এলাকার কাথুলী মোড় বাজারে শিশিরপাড়া গ্রামের সিদ্দিক আলীর ছেলে আলমগীর হোসেনকে সরকারি দামের চেয়ে বেশি দামে মাংস বিক্রি করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারা ভঙ্গের অপরাধে মালিক তার দোষ স্বীকার করায় দুই হাজার টাকা অর্থ দন্ড আদায় করা হয়।

অন্যদিকে, গাংনী বড় বাজার এলাকায় উত্তর পাড়া গ্রামের আব্দুল গফুরের ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারা ভঙ্গের অপরাধে পাঁচ হাজার টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত করা হয়।

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম।

গাংনীতে ১৬৭৬ পিস ইয়াবাসহ দুই

মাদক ব্যবসায়ী আটক

আজ সোমবার (১১ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার তেরাইল বাজার এলাকায় মেহেরপুর র্যাব ক্যাম্পের কমাণ্ডার এএসপি মোঃ মনিরুজ্জামান এর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করে ১৬৭৬ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ দুজন চিহিৃত মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করে র্যাব।

আটককৃতরা হচ্ছে চট্রগ্রাম রাউজান উপজেলার কদলপুর আমিরপাড়া নুর মিয়ার ছেলে সোলেমান হায়দার (৪৫) ও মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামরে মৃত আব্দুল গণির ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (৩৭)।

র্যাব-১২ সিপিসি-৩ কোম্পানী কমান্ডার সহকারি পুলিশ সুপার মনরিুজ্জামান সোমবার দুপুরে এক প্রেস প্রেস ব্রিফিংয়ে অভিযানের বিষয়টি সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরনে।

তিনি জানান, চট্রগ্রাম থেকে ইয়াবা সংগ্রহ করে ঢাকায় আসে সোলেমান হায়দার। গতকাল রাতে ঢাকা থেকে পরিবহনযোগে ইয়াবা নিয়ে গাংনীর তেরাইলে বিক্রয়ের উদ্দশ্যে আসে। তেরাইল বাজারে অবস্থান করার সময় অভিযান চালায় র্যাব। এ অভিযানে সোলেমান ও তার স্থানীয় সঙ্গী জাহাঙ্গীর আলমকে আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ১ হাজার ৬৭৬ পিস ইয়াবা। তাদের দু’জনের নামে বিভিন্ন থানায় মাদকের একাধিক মামলা রয়ছে। তারা চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলেও জানান র্যাব কমান্ডার।

র্যাব সুত্রে জানা গেছে, আটক দু’জনের নামে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে চুয়াডাঙ্গা বিএনপির মানববন্ধন

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় জেলা বিএনপি মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। মানববন্ধন কর্মসূচিতে উপস্থিত

ছিলেন বিএনপিসহ সহযোগি সংগঠনের নেতা কর্মীরা।

আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে জেলা বিএনপির আয়োজনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে প্রায় ঘন্টা ব্যাপি জেলা বিএনপি মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। মানববন্ধনে প্রধান অতিথি এ্যাডভোকেট মানি খন্দকার বলেন, দেশে ভোট, ভাতের, কথা বলার অধিকার নেই। গত ১৫ বছরে বহু নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের খুন গুম করা হয়েছে। তাদের পরিবার রাজপথে কান্নাকাটি ও বিচার চেয়েও কোন কিছু হয়নি। মানবাধিকার কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা দেশে গণতন্ত্র চায়।

জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ও জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য রউফুন নাহার রিনা সভাপতির বক্তব্যে বলেন, পুলিশ আমাদের মহিলা নেত্রীসহ অনেক নেতাকর্মী সরিয়ে দিয়েছে। তারা গালাগালি করেছে। আর আমাদের ১০ মিনিটের মধ্যে প্রোগ্রাম শেষ করতে বলেছে। আমরা কোন দেশে আছি, দেশে কোনো আইনের শাসন নেই, গণতন্ত্র নেই।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিতি ছিলেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান, কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের সদস্য আবু বক্কর সিদ্দীক, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক জাহানারা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক নাসরিন আক্তার, সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক শিরিন জামান, জেলা মহিলা দলের দপ্তর সম্পাদক ও আলমডাঙ্গা উপজেলা মহিলা দলের বর্ণি আক্তার, জীবননগর উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি পেয়ারা বেগম, সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রেবেকা সুলতানা প্রমুখ।

পরে জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভিন কয়েক জন নেতা কর্মীকে সাথে নিয়ে মানববন্ধন স্থলে আসেন। তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গায় কোন হরতাল, মানববন্ধন, অবরোধসহ অন্য কোন কিছু করতে দেবনা। যে দলের কোন অস্তিত্ব নেই সেই দল কোন কর্মসূচি পালন করতে পারবেনা, আমরা প্রতিহত করবো।

চুয়াডাঙ্গায় বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত

সবার জন্য স্বাধীনতা, সমতা ও ন্যায়বিচার” প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে দিবসটি উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এসে সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় তিনি বলেন, মানবাধিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৈষম্য মূলক সমাজ বির্নিমাণে সরকার প্রতিশুতি বদ্ধ। মানবাধিকার সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকলকে কাজ করতে হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে যেন এর সুফল পায় সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তারা যেন ন্যায় বিচার পায়। সকালের অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান (পিপিএম-সেবা), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মোঃ নাজিম উদ্দিন আল আজাদ পিপিএম-সেবা সহ জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ এবং বিভিন্ন দপ্তরের অফিস প্রধানগন।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিদপ্তরের

অভিযানে পেঁয়াজের দাম কমালো ব্যবসায়ীরা

আলমডাঙ্গার কাঁচাবাজার ও আড়তে অভিযান চালিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ চুয়াডাঙ্গা অধিদপ্তর। এসময় অভিযানের খবর পেয়ে খুচরা পেয়াজ ব্যবসায়ীরা কেজিতে ৫০-৬০ টাকা দাম কমিয়ে বিক্রি করতে দেখা যায়। এসময় পণ্যের মুল্যতালিকা না থাকা ও ক্রয় বিক্রয় ভাউচার যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করার অপরাধে চার প্রতিষ্ঠানকে ১১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আজ রোববার (১০ ডিসেম্বর) দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

এর আগে, গত শুক্রবার আলমডাঙ্গার কাঁচা বাজারে খুচরা পেঁয়াজ বিক্রি হয় ৯০-১০০ টাকা। হঠাৎ শনিবার সকাল থেকে পেঁয়াজের দাম কেজিতে ৬০-৭০ টাকা বেড়ে ১৬০-১৭০ টাকা করে বিক্রি হয়। রবিবার সকাল থেকে ১৬০-১৮০ টাকা বিক্রি করে ব্যবসায়ীরা। তবে দুপুরে ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযানের খবরে প্রত্যেক খুচরা পেয়াজ ব্যবসায়ীরা ৫০-৬০ টাকা কেজিতে কমিয়ে বিক্রি করছেন বলে জানিয়েছেন বেশ কিছু ক্রেতারা।

অভিযান সুত্রে জানা যায়, বিভিন্ন অভিযোগের পরিপেক্ষিতে আলমডাঙ্গার পেয়াজ, কাঁচামালের আড়ত ও খুচরা দোকানসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। অভিযানকালে পেঁয়াজের দাম বেশি মূল্যে বিক্রয়, পণ্যের মুল্যতালিকা না থাকা ও ক্রয় বিক্রয় ভাউচার যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করার অপরাধে মেসার্স ইউনুচ স্টোরকে তিন হাজার টাকা, মেসার্স নজরুল ট্রেডার্সকে তিন হাজার টাকা, মেসার্স সোহেল ট্রেডার্সকে তিন হাজার টাকা, মেসার্স মন্টু ট্রেডার্সকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয় এবং সচেতনতামুলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন চুয়াডাঙ্গা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ বলেন, পেঁয়াজের দাম বেশি মূল্যে বিক্রয় সহ বিভিন্ন অপরাধে চার প্রতিষ্ঠানকে ১১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে মানবাধিকার দিবস পালিত

‘সবার জন্য স্বাধীনতা, সমতা ও ন্যায় বিচার’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে মানবাধিকার দিবস পালিত হয়েছে। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে রোববার (১০ডিসেম্বর) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সেসময় জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক ইয়ারুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রথীন্দ্রনাথ রায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. সালমা ইয়াছমিনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

এদিকে দিবসটি উপলক্ষে সকালে শহরের পায়রা চত্বরে মানববন্ধন কর্মসূচীর আয়োজন করে জেলার মানবাধিকার সংগঠনগুলো। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, ওয়েলফেয়ার এফোর্টস, পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার কর্মীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। কর্মসূচীতে মানবাধিকার কর্মী আমিনুর রহমান টুকু, শরিফা খাতুন, হাফিজুর রহমান, সুব্রত মল্লিক, হাফিজুর রহমান, বাবলু কুন্ডুসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য রাস্ট্র থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে কাজ করার আহ্বান জানান।

কুষ্টিয়ায় অসুস্থ গরু জবাই করে বাজারে বিক্রি, কসাইয়ের জরিমানা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় অসুস্থ গরু জবাই করে তা বাজারে বিক্রির অভিযোগ জুয়েল ইসলাম নামে এক কসাইকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ শনিবার সকালে উপজেলার কবুরহাট বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তাকে জরিমানা করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত কসাই মো: জুয়েল ইসলাম বটতৈল ইউনিয়নের মোঃ আখের আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, রাতের আঁধারে অসুস্থ গরুটি জবাই করে সকালে মাইকিং করে বিক্রি করছিলো। বিষয়টি জানাজানি হলে প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) দবির উদ্দিন বলেন, সদর উপজেলার কবুরহাট বাজারে একটি অসুস্থ গরু (এলএসডি) জবাই করে তা বাজারে মাইকিং করে বিক্রি করছিলো কসাই মো: জুয়েল ইসলাম। খবর পেয়ে দ্রুত অভিযুক্ত ব্যবসায়ীর দোকান পরিদর্শনে যাই। সেখানে রোগাক্রান্ত গরুর মাংস বিক্রির সত্যতা পেয়ে কসাইকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সাথে মাংস নষ্ট করা হয়েছে। এ ছাড়া কেউ যেন খাওয়ার অনুপযোগী মাংস বিক্রয় না করে, সে বিষয়ে সব ব্যবসায়ীকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে কয়েকজন ভুক্তভোগী অভিযোগ করে বলেন, কতিপয় কিছু মাংস ব্যবসায়ী প্রায় খাওয়ার অনুপযোগী অসুস্থ পশু জবাই করে মাংস বিক্রি করেন। এসব মাংস বিক্রির জন্য অনেকেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কিংবা বাসাবাড়ির ফ্রিজে রাখা হয়। সেগুলো হাটে আবার বিক্রি করা হয়। কিন্তু স্থানীয় সরকারের ইউনিটগুলোর নীরব ভূমিকার কারণে ক্রমশই বেপরোয়া হয়ে উঠছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডাঃ কিশোর কুমার কুন্ডু বলেন, মাংস ক্রয়ের সময় অবশ্যই পশুর ফিটনেস সার্টিফিকেট দেখে নিতে হবে।

সন্দেহ হলে স্থানীয় প্রশাসনকে খবর দেয়ার অনুরোধ রইলো।

মুজিবনগরের নতুন ইউএনও আজগর আলী

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃতীয় পর্যায়ে আটটি বিভাগ থেকে মোট ৪৮ জন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কে বদলি করা হয়েছে। এরমধ্যে দীর্ঘদিন যাবত মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্তব্য পালন করা অনিমেষ বিশ্বাস রয়েছেন।

এর আগে বুধবার ৬ ডিসেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে বদলি প্রস্তাব নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হলে ৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন প্রস্তাবিত বদলির তালিকায় সম্মতি জ্ঞাপন করে।

প্রজ্ঞাপন সূত্র থেকে জানা গেছে, নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আজগর আলীকে মুজিবনগর এবং অনিমেষ বিশ্বাসকে লোহাগাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় দুই থানার ওসিকে বদলী জনিত বিদায় সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ হতে বদলী জনিত বিদায়ী দুই অফিসার ইনচার্জকে আনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

আজ শুক্রবার এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা দুই থানার অফিসার ইনচার্জকে আনুষ্ঠানিক ভাবে

বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশে কর্মরত পুলিশ পরিদর্শক(নিঃ) চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান ও আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক(নিঃ) বিপ্লব কুমার নাথ। সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা জেলা হতে চুয়াডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ ঝিনাইদহ জেলা পুলিশের মহেষপুর থানা অফিসার ইনচার্জ এবং আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ হতে নড়াইলের নড়াগাতি থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে বদলির আদেশপ্রাপ্ত হন।

উক্ত আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) নাজিম উদ্দীন আল-আজাদ পিপিএম- সেবা, সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, ডিআইও-১ ডিএসবি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান, টিআই প্রশাসন ওলিউজ্জামানসহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসারগণ।

শৈলকুপায় পুলিশের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের হয়রানির অভিযোগ

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী নজরুল ইসলাম দুলালের কর্মী সমর্থকদের ভীতি তৈরি করতে পুলিশী হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসন থেকে এবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে শক্ত অবস্থানে রয়েছেন নজরুল ইসলাম দুলাল। তার জনপ্রিয়তায় ঈশ্বার্ণিত হয়ে বিরোধী পক্ষের ইন্ধনে তার কর্মী সমর্থকদের পুলিশ দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে অভিযোগ করেছেন।

বুধবার বিকেলে শৈলকুপার শেখপাড়া এলাকা থেকে নজরুল ইসলাম দুলালের

সমর্থক জাসেবকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। জাসেব সাংবাদিকতার পাশাপাশি তার বাবার সারের ব্যবসা দেখাশোনা করেন।

সে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সর্মথক হওয়ায় তাকে হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আটক করা হয়েছে বলে এলাকাবাসী জানায়।

সাংবাদিক জাসেবের আটকের বিষয় নিশ্চিত করে শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ঠাকুর দাস মন্ডল জানান, ভুলক্রমে জাসেবকে আনা হয়েছে। নিরিহ ব্যক্তিকে কেনো পুলিশী হয়রানি করা হচ্ছে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত হোসেন জানান, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন যেন কোন ভাবেই বিতর্কিত না হয় সেটা নিয়ে নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট তৎপর। তারপরও নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পুলিশের এহেন অতি উৎসাহী হওয়া দেশে উৎসবমুখর নির্বাচনের পরিবেশকে বাঁধাগ্রস্থ করবে। তাই অচিরেই নির্বাচন কমিশনকে অতি উৎসাহী পুলিশ কর্মকর্তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে জানান তিনি।